মাছ চুরি

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

সকালবেলা।

টুরু ও সন্তু তেঁতুলগাছে পা দুলিয়ে টক-টক তেঁতুলপাতা চিবুচ্ছে। টুরু বল্লে–সন্তু, ওবেলা আমার সঙ্গে তেঁতুলতলার দোয়াতে যাবি তো?

—ঠিক যাবো। আর কাউকে বলিসনে।

—বলতেই হবে হাবুকে। দুজনার কাজ নয়, বড্ড সোঁত। ডুবিয়ে দিয়ে যাবে।

—যদি টের পায়?

—বেশি রাত্তিরে যেতে হবে। জ্যোচ্ছনা রাত্তির, তিনজনে ভয় কি?

—ভূতের ভয়, বা-রে! আবার পাশেই চটকাতলার শ্মশান!

—দুর, ভূতটুত বাদ দে! তিন ব্রাহ্মণে আবার ভূতের ভয়?

বর্ষাকাল। শ্রাবণ মাস। নদীতে ঢল নেমেচে; তরতর বেগে স্রোত বইচে, কুটো পড়লে দু'খানা হয়ে যায়। তেঁতুলতলার দোয়া গ্রামের উত্তরে, তারই পারে সাঁইবাবলা আর কুঁচঝোপের জঙ্গল, নদীর এই বাঁকে নদীর গভীরতা খুব বেশি, তাই এর নাম তেঁতুলতলার দ'। বর্ষাকালে মাঝে মাঝে মড়া বেধে থাকে ডাঙার জঙ্গলের ছায়ায়, কামট আর কচ্ছপে মড়া ছেড়াছেড়ি করে, ভয়ে এদিকে দিনমানেই কেউ আসতে চায় না, চিংড়িমাছধরা নৌকাগুলো দোয়াড়ি ঝাড়বার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা পর্যন্ত করে না।

সন্ধ্যা পার হয়েও প্রায় ঘণ্টাখানেক পার হোল।

কুঁচগাছে জোনাকির ঝক জ্বলচে নিবচে।

ওরা তিনটি ছেলে সন্তর্পণে চলেচে তেঁতুলতলার দ'য়ের পথে। সন্তর্পণে যাওয়ার বিশেষ কারণ আছে। এ বর্ষায় বিষাক্ত সাপেরও ভয়, বাঘেরও ভয়; হাতে ওদের দা, লাঠি, শক্ত দড়ি। কিন্তু কোনো আলো নেই, যে কাজে যাচ্ছে, আলো থাকলে লোকে টের পেয়ে যাবে।

সন্তু বল্লে—ভয় করবে না তো তোদের? পাশেই শ্মশান, ডাকসাইটে ভূতের জায়গা তেঁতুলতলার দোয়া।

টুরু ও হাবু হেসে উঠলো। ভয় করলে ওরা এ কাজে আসতো না।

টুরু বল্লে—ভূতটুত রাখ এখন, গদাই জেলে কোথায় মাছটা বেঁধে রেখেচে জানিস তো?

সন্তু ওদের মধ্যে মাছ ধরা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। সে বল্লে, জেলেরা ডাঙায় কোনো বড় গাছের গুঁড়িতে কাছি বেঁধে জলে নামিয়ে দেয়। সেই কাছির সঙ্গে মাছ বেঁধে রাখে।

ঐ দূরে তেঁতুলতলার দোয়া দেখা যাচ্ছে। মন আনন্দে নেচে উঠলো ওদের। এবার অত বড় মাছটা ওদের হাতের মুঠোয়।

সন্তু বল্লে—আমাদের টেনে আনলি তো, মাছ যদি না থাকে?

টুরু খোঁজ না নিয়ে এখানে আসেনি। সে জানে গদাই জেলে আজ সকালে মস্ত একটা দশ-বারো সেরের রুইমাছ ধরে তেঁতুলতলার দোয়ার গভীর জলে জিইয়ে রেখে এসেচে, কারণ আজ হাট-বার নয়, এত বড় মাছটা বিক্রি করার সুবিধে হবে না। দিলে নেবে না কি, সবাই নেবে এখন। গাঁয়ের বামুনপাড়ার সবাই নেবে এখন ধারে, তারপর তাগাদা দিতে দিতে পয়সা আদায় যে কোন্‌কালে হবে, তার কোনো ঠিক নেই। না দিলে রাগ। জেলেপাড়ার সবাই বামুনদের ভিটের প্রজা। 'উঠে যাও, চাইনে তোমার মতো প্রজা' ইত্যাদি, তার চেয়ে হাটে মাছটা নিয়ে গিয়ে নগদ দামে কলকাতার ব্যবসায়ীদের বিক্রি করো, নির্ঝঞ্ঝাট।

এই সব ভেবেই গদাই মাছটি জিইয়ে রেখে এসেছিল তেঁতুলতলার দোয়াতে।

টুরু তা টের পেয়েচে আজ সকালে। সে গুড় কিনতে গিয়েছিল গদাই জেলেরই বাড়ি। গদাই আখের গুড়ের পাইকিরি ব্যবসা করে এবং বাকি সময় দশ আনা সের দরে খুচরো বিক্রি করে প্রতিবেশীদের মধ্যে। টুরু ওদের উঠোনে গিয়ে গুড়ের বাটি হাতে দাঁড়াতেই শুনলে গদাই ঘর থেকে বলচে, 'মাছটা কি বড় রে! দশ সেরের কম হবে না! জিইয়ে রেখে এ্যালাম তেঁতুলতলার দোয়াতে। গাঁয়ে সবাই ধার নেবে, পয়সার তাগাদা দিতে দিতে পায়ের সুতো ছিঁড়ে যাবে, তবু আদায় হবে না। কাল হাট আছে, কাল তুলে নিয়ে আসবো।'

সন্তু বল্লে—এখন খুঁজে পেলে হয়, জ্যোচ্ছনা তো উঠলো!

তেঁতুলতলার দোয়ার ধারে ওরা পৌঁছে গিয়েচে।

আলো-আঁধারের জাল বুনেচে নদীর পাড়ের বনেবাদাড়ে। মেঘভাঙা চাঁদের আলো পড়েচে বড় বড় বনকচু আর ছোট-গোয়ালের পাতার গায়ে। ঘেঁটকোল ফুলের কটুগন্ধ বার হচ্চে বর্ষাসন্ধ্যায়। নদীজলে কেমন এক ধরনের শব্দ হচ্চে। ঝিঁঝি পোকা ডাকচে বনের অন্ধকার গহনে।

সন্তু ভয়ের সুরে বলে উঠলো—ফেউ ডাকচে চটকাতলার ওদিকে—ওই—

টুরু বল্লে—দূর, ও ফেউ নয়, এমনি শেয়াল ডাকচে!

—কে জলে নামবে?

—আমি নিজে নামবো। দাঁড়া দেখি কোন্ গাছে দড়ি বেঁধেচে!

টুরু কথা শেষ করেই ডাঙার ধারের সব গাছ খুঁজতে লাগলো। ওরা সবাই খুঁজতে লাগলো। অন্ধকার এখনো চাঁদের আলোতে ভালো করে দূর হয়নি, এ সব জায়গাতে অন্ধকার কোনো দিনই বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে যায় না। নাঃ, কাছি বাঁধা নেই কোনো গাছেই।

সন্তু বল্লে—টুরুর যত বাজে কথা—

টুরু রাগের সুরে বল্লে—বাজে কথা তো বাজে কথা! তুমি এলে কেন ভাই? আমার কথায় যদি তোমার এত অবিশ্বাস—

—তবে মাছটা কি জলে ছেড়ে দিয়ে গেল? দড়ি কোথায়? বেঁধেছে কিসে? চল বাড়ি যাই—আর এত রাতে ভূতের জায়গায় থাকে না।

হঠাৎ টুরু চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউরেকা, ইউরেকা!

—তার মানে?

—তার মানে পেয়েছি, পেয়েছি। পড়িসনি নীতিসুধার সেই গল্পটা? আর্কিমিডিস বলে একজন সাহেব পণ্ডিত কি একটা বার করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন? গদাই চালাক লোক, কাছি গাছের সঙ্গে বাঁধেনি রে! জলের মধ্যে খোঁটা পুঁতে তার সঙ্গে কাছি বেঁধেছে—ঠিক একেবারে—নির্ঘাত—

সত্যিই তাই। খুঁজতেই পাওয়া গেল বটে। জলের ধারে মোটা বাবলাকাঠের গোঁজ। টুরুকে মিথ্যেবাদী বলাতে ওর রাগ হয়েছে। সে বল্লে—এই দ্যাখ গোঁজ—এর সোজা জলের মধ্যে বড় খোঁটা পুঁতে তাতে মাছ বেঁধেচে। আমি জলে নামবো, তোরা এখানে থাক দাঁড়িয়ে—

সন্তু মাছের ব্যাপারে অনেক কিছু জানে। সে নিজে ভালো বর্শেল, অর্থাৎ ভালো মাছ ধরিয়ে। সে পরামর্শ দিলে, সবাই মিলে জলে না নামলে অতবড় মাছ কিছুতেই ডাঙায় তোলা যাবে না। অন্তত ছ'হাত জল থেকে মাছ ডাঙায় তুলতে হবে। গোঁজ পুঁতেচে চিনে ঠিক করবার জন্যে। ঠিক ওই সোজা জলে নামতে হবে।

সবাই মিলে জলে নামলো। খরস্রোতা নদী, তিরের মতো একরোখা গতিতে ভাঁটার দিকে ছুটেচে।

সন্তু বল্লে—সাবধান, যদি বেকায়দায় সোঁতে পড়ে যাও, তবে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলবে একেবারে আঠারো-বাঁকির চরে, জ্যান্ত কি মড়া তার ঠিক নেই।

খুঁজতে খুঁজতে একগলা জলের মধ্যে সত্যি প্রকাণ্ড বাঁশের খোঁটা পাওয়া গেল। তাতে কাছি বাঁধা। কাছিতে সন্তুর পা ঠেকতেই হাত-দশ-বারো দূরে জল ঘুলিয়ে প্রকাণ্ড কি একটা জলের জীব হুড়ুম করে ভেসে উঠলো।

সন্তু চমকে উঠে বললে—কি ওটা?

হাবু ও টুরু একসঙ্গে বলে উঠলো—বাপ রে! কি বড় মাছটা!

—মাছ?

সন্তুর গলায় সন্দেহের সুর।

টুরু রাগের সুরে বললে—মাছ না? তবে কি? তোর সব কথাতেই এমন একটা ভাব দেখাস যে তুই খুব বুঝিস, আর কেউ কিছু না—

সন্তু কিন্তু ততক্ষণে ডাঙার দিকে চলেচে। যেতে যেতে বল্লে—এত রাত্তিরে এই নির্জন জায়গায় একগলা জলে—না, সবাই চলে এসো—

—কেন রে?

—ও মাছ নয়।

—মাছ না? তবে কি? কুমির?

—কুমির কি না জানি নে, কিন্তু যত বড়ই মাছ হোক, ওরকম শব্দ তো করবে না। চলে আয় সবাই।

টুরু ততক্ষণে কিন্তু কাছিটা হাত দিয়ে ধরেচে। সে নিজে ওদের ডেকে এনেচে। মাছ চুরির জন্যেই এনেচে, এখন যদি সন্তু ক্রমাগত ওর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে, তবে ওর মান থাকে কোথায়? প্রাণ আগে না মান আগে?

পরক্ষণেই দেখা গেল কিসে টুরুকে গভীরতর জলের দিকে যেন টেনে নিয়ে চলেচে।

সন্তু বল্লে—ধর ধর—ও হাবু, দেখিস কি হাঁ করে? ধর—

দুজনে মিলে টুরুর হাত ধরে টেনে বুক-জলে নিয়ে এসে দাঁড় করালে।

টুরু হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—পা জড়িয়ে গিয়েছিল কাছিতে—মাছটা এমন টান দিলে যে তোরা না ধরলে আমায় আজ জলসই করেছিল আর একটু হোলে—বড় মাছ—

সন্তু বল্লে—ও মাছ নয়।

—আবার বলে মাছ নয়? কি তবে ওটা?

—তা জানিনে। মাছ ওরকম শব্দ করে না। জল থেকে উঠে এসো সবাই—

টুরু আবার গিয়ে কাছি ধরলো। বল্লে—শীগগির আয়, সবাই মিলে দে টান—এইবার ওঠাবো—

হাবু ওর সঙ্গে কাছিতে হাত দিলে। সন্তুও এগিয়ে গেল।

হাবু বল্লে—টান দে—দে টান—

ওরা প্রাণপণে টানতে লাগলো কাছি ধরে। সন্তু বল্লে—বাব্বাঃ, যেন একটা পাহাড় বাঁধা আছে কাছিরআগায়—

টুরু বল্লে—ভালো কথা, মাছ যাদি না হবে, তবে গদাই জেলে ওটাকে কাছিতে যখন বাঁধল, তখন দেখতে পেলে না ওটা তিমি কি কুমির? এ কথার উত্তর দাও—

হঠাৎ সন্তু চেঁচিয়ে উঠলো—ওরে হাবু কোথায় গেল? হাবু কোথায়? তলিয়ে গিয়েচে—সর্বনাশ হয়েচে!

দুজনে মিলে ডুব দিতে হাবুর একখানা হাত সন্তুর হাতে ঠেকতেই সন্তু জলের ওপর হাবুকে নিয়ে ভেসে উঠলো—তারপর ওরে ডাঙার দিকে টানতে লাগলো। হাবু জল গিলতে গিলতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে ডুবিয়ে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমায়—আমি ভাই আর যাবো না—

টুরু বল্লে—কাপুরুষ কোথাকার—ফের আয়—ধর বলচি।

অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পরে সত্যই ওরা কাছির প্রান্তে বাঁধা মাছটাকে ডাঙার কাছে নিয়ে এল। সন্তু বল্লে—এ কিরকম মাছ? ওর গা দেখা যাচ্ছে না। টুরু ছুরি মার ওর গায়ে—ছুরি মার—

ওর কথা শেষ হয়নি এমন সময় ওর চোখের সামনে টুরু অথৈ জলের দিকে একখানা সোলার মতো ভেসে চললো। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চেঁচাতে লাগলো—ধর আমাকে—ধর ভাই—গেলাম—গেলাম—

আবার ওরা ওকে টেনে নিয়ে এল।

তখন ওদের রোখ চেপে গিয়েচে। মাছটা তুলবেই। আরো আধঘণ্টা প্রাণপণে ধস্তাধস্তি চললো আবার। ছুরি চালাচ্ছে টুরু যখনই সুবিধে পাচ্চে। মাছ কাবু হয়ে পড়চে ক্রমশ। টুরুর সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপচে।

সকলে মিলে টানতে টানতে কাছি-সুদ্ধ প্রকাণ্ড মাছটা ডাঙায় টেনে তুললে। তখনো সেটা আছড়াচ্চে আর লাফাচ্চে। ভোঁস ভোঁস করে হাওয়া বেরুচ্চে ওর মুখ দিয়ে। সেখানটাতে জ্যোৎস্না পড়েচে।

সন্তু চিৎকার করে বলে উঠলো— একি সর্বনাশ রে! এ তো মাছ নয়।—তখনি তোদের বললাম...দ্যাখ চেয়ে জ্যোৎস্নার আলোয়—

টুরু তখনো বলচে—কি তবে? মাছ নয় তো কি?

সন্তু বল্লে—সরে পালিয়ে আয়—কাছে যাস—নে, ও আস্ত যম—দেখচিসনে ওটা কি জিনিস? প্রকাণ্ড কামট! প্রাণে বেঁচে গিইচি। দেখচিসনে ওর মুখে বঁড়শি এখনো বিঁধে আছে! গদাই ভোর-রাত্তিরে মাছ ধরেছে বঁড়শিতে, ভেবেচে মাছ হবে, মস্ত মাছটা! তখন বঁড়শি বিঁধে নির্জীব হয়ে পড়েছিল বলে জোর জবরদস্তি করতে পারেনি। এখনো নিজমূর্তি ধরতে পারেনি, আলটাগ্ড়ায় বঁড়শি বেঁধা রয়েচে তাই। নইলে আজ আমাদের রক্তে জল লাল হয়ে উঠতো—

হাবু আর টুরু শিউরে উঠলো। কামট! যার নামে ঝুনো জেলেরা পর্যন্ত আঁতকে ওঠে! আস্ত যমই বটে। ভগবান খুব বাঁচিয়ে দিয়েচেন আজ।

সন্তু বলে—দড়ি কেটে দে—নইলে গদাই একা যদি কাল ওটাকে তুলতে আসে, বলা যায় না কি হয়! এখনো ওটা মরেনি।

টুরু ক্ষিপ্রহস্তে দড়ি কেটে বিশালকায় হিংস্র জলজন্তুটাকে গভীর জলের দিকে ঠেলে দিলে।